৫ বর্ষ ৪৯ সংখ্যা ১৮ এপ্রিল ২০০৩

এই শতাব্দীর সাপ্তাহিক ২০০০

আমেরিকার ইতিহাসে সবচেয়ে নিন্দিত, ঘৃণিত প্রেসিডেন্ট জর্জ ডব্লিউ বুশ। সারা বিশ্বের জনমতকে উপেক্ষা করে জর্জ ডব্লিউ বুশ যেভাবে ন্যক্কারজনকভাবে ইরাকের ওপর হামলার চালালো তার নজির সমকালীন ইতিহাসে নেই। বুশের অতীত ও বর্তমান জীবনের কার্যাবলী তাকেই এখন বিশ্বের শান্তিকামী জনগণ এক নম্বর সন্ত্রাসী হিসেবে অভিহিত করছে। বিশ্ব জনমতকে উপেক্ষা করে আফগানিস্তান হামলা, ইসরাইলকে মদদ, ইরাকের ওপর বর্বরতা তাকে করে তুলেছে বিধ্বংসী।

ইরাকে অন্যায় আগ্রাসন শুরুর অল্প কিছুদিন আগে মার্কিন স্টেট ডিপার্টমেন্ট বিশ্বের সবগুলো মার্কিন দূতাবাসকে নির্দেশ দেয়, দেশে দেশে প্রেসিডেন্ট বুশের ভাবমূর্তি কি তা জানানোর। দূতাবাসগুলো যথাসময়ে রিপোর্ট পাঠায়। চমকে ওঠে স্টেট ডিপার্টমেন্টের কর্মকর্তারা। দেখা যায় বিশ্বের অধিকাংশ দেশের মানুষ বুশকে 'খলনায়ক' মনে করে। সাদ্দাম হোসেনের চেয়ে বুশকেই সবাই বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তার প্রতি হুমকি মনে করে।

সমস্ত আন্তর্জাতিক আইনের প্রতি বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে ইরাকে অন্যায় আগ্রাসন চালিয়ে বুশ আবারো প্রমাণ করলেন, বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তার প্রতি তিনি চরম হুমকি। মাস্তানরা যেমন একটি দেশের আইনশৃঙ্খলার অবনতি ঘটায়, বুশও তেমনিভাবে আন্তর্জাতিক শান্তিশৃঙ্খলার অবনতি ঘটিয়েছেন। এ জন্য তাকে 'আন্তর্জাতিক মাস্তান' খেতাব দেয়া যেতে পারে। বুশের নির্বাচনী এলাকা টেক্সাস। আমেরিকায় সাদা চামড়ার মানুষেরা যখন বসতি বিস্তার করছিলো, তখন এসব অঞ্চলে খনিজ সম্পদ আর গবাদিপশু নিয়ে বন্দুকযুদ্ধ ছিলো নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। 'কাউবয়' প্রেসিডেন্ট বুশ সেই ঐতিহ্য যেন বহন করে চলেছেন। বন্দুকবাজির মাধ্যমে বিশ্বের সম্পদশালী দেশগুলোর সম্পদ কেড়ে নিচ্ছেন। তার সন্ত্রাসী কার্যক্রমে বিশ্বের দুর্বল দেশগুলো আজ দিশেহারা। অনেকে বলছেন, এ ধরনের সন্ত্রাসী কর্মকান্ড বুশ পরিবারের পারিবারিক ঐতিহ্য।

প্রেসিডেন্ট বুশের ট্র্যাক রেকর্ডও পিতা আর ভাইয়ের চেয়ে কোনো অংশে কম না। প্রাচুর্যের মধ্যে মানুষ হওয়া জুনিয়র বুশ ছিলেন 'প্লেবয়'। চল্লিশ বছর পর্যন্ত এলকোহল আর ড্রাগ ছিলো তার সঙ্গী। তেলের ব্যবসায় জালিয়াতি করে একসময় মিলিয়ন ডলার কামিয়েছেন। বুশের পিতা সিনিয়র বুশ ছিলেন সিআইএ প্রধান। বুশ দেখেছেন পিতাকে ল্যাটিন আমেরিকার ড্রাগ মাফিয়া আর সন্ত্রাসীদের সঙ্গে সখ্য গড়ে তুলতে। '৮০-র দশকে এসব ড্রাগ মাফিয়ারা সিআইএর সহায়তায় নিকারাগুয়ায় সংকট সৃষ্টি করেছিলো। এছাড়া সিনিয়র বুশ তার শাসনামলে পানামা আর ইরাকে যুদ্ধের নামে সাধারণ মানুষ হত্যা করেছিলেন। বর্তমান প্রেসিডেন্ট বুশও টেক্সাসের গভর্নর থাকাকালে ১৩০ জন কয়েদির মৃত্যুদন্ড দিয়ে রেকর্ড সৃষ্টি করেছিলেন। প্রেসিডেন্ট হবার পর বুশ তার আগ্রাসী পররাষ্ট্রনীতি, আগেভাগে আক্রমণনীতি এবং স্বল্পতম সময়ের মধ্যে দু'দুটো যুদ্ধ করে সবচেয়ে যুদ্ধবাজ প্রেসিডেন্টের খেতাব পেয়েছেন। সন্ত্রাসকে নির্লজ্জ সমর্থন দিয়েছেন এমন শাসক আরেকটি খুঁজে পাওয়া যাবে না।

বুশ আজ নিজেকে ইরাকের ত্রাণকর্তা, শান্তিবাহক বলে বিশ্বমিডিয়ায় প্রচার করতে ব্যস্ত। ইতিহাসে তার স্থান হবে খলনায়ক আর সন্ত্রাসী হিসেবেই।

সম্পাদক
শাহাদত চৌধুরী

নির্বাহী সম্পাদক
মোহসিউল আদনান

প্রধান প্রতিবেদক
গোলাম মোর্তোজা

প্রতিবেদক
জয়ন্ত আচার্য
সাইফুল হাসান, বদরুদ্দোজা বাবু

সহযোগী প্রতিবেদক
বদরুল আলম নাবিল
আসাদুর রহমান, রুহুল তাপস

প্রদায়ক
জসিম মল্লিক

প্রধান আলোকচিত্রী
তুহিন হোসেন

আলোকচিত্রী
আনোয়ার মজুমদার

নিয়মিত লেখক
আসজাদুল কিবরিয়া, জুটন চৌধুরী
ফাহিম হুসাইন, হাসান মূর্তাজা
নোমান মোহাম্মদ, জব্বার হোসেন

চট্টগ্রাম প্রতিনিধি
সুমি খান

যশোর প্রতিনিধি
মামুন রহমান

সিলেট প্রতিনিধি
নিজামুল হক বিপুল

বিশেষ বিদেশ প্রতিনিধি
মিজানুর রহমান খান

হলিউড প্রতিনিধি
মুনাওয়ার হুসাইন পিয়াল

জার্মানি প্রতিনিধি
সরাফউদ্দিন আহমেদ

নিউইয়র্ক প্রতিনিধি
আকবর হায়দার কিরণ

ওয়াশিংটন প্রতিনিধি
নাসিম আহমেদ

যুক্তরাজ্য প্রতিনিধি
শাহরিয়ার ইকবাল রাজ

কম্পিউটার গ্রাফিক্স প্রধান
নূরুল কবীর

শিল্প নির্দেশক
কনক আদিত্য

কর্মাধ্যক্ষ
শামসুল আলম

যোগাযোগ
৯৬/৯৭ নিউ ইস্কাটন, ঢাকা-১০০০
পিএবিএক্স ঃ **৯৩৫০৯৫১ - ৩**
সার্কুলেশন/বিজ্ঞাপন ঃ **৯৩৪৯৪৫৯**
ফ্যাক্স ঃ **৯৩৫০৯৫৪**
চট্টগ্রাম অফিস : ১৪/ক, এসি দত্ত লেন, পাথরঘাটা, চট্টগ্রাম ৪০০০
ইমেল ঃ s2000@dbn-bd.net

দাম ঃ ১৫ টাকা

মিডিয়াওয়ার্ল্ড লিমিটেড
৫২ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০-এর পক্ষে **মাহফুজ আনাম** কর্তৃক প্রকাশিত ও **ট্রান্সক্রাফট লিঃ**, ২২৯ তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা-১২০৮ থেকে মুদ্রিত।

www.shaptahik2000.com

নতুন ইমেল ঃ s2000@dbn-bd.net